রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২২, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ৬ ভাদ্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২১ আগস্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৬ ভাদ্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২১ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

অধ্যাদেশ নং ০৫, ২০১৩

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেনঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন**।—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত ''৩০ জুন'' সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে ''৩১ ডিসেম্বর'' সংখ্যা ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত ''৩০ জুন'' সংখ্যা ও শব্দটির পরিবর্তে ''৩১ ডিসেম্বর'' সংখ্যা ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর —

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

''(১) এই আইনের অধীনে আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল এবং, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে।'';

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত ''অতিরিক্ত জেলা জজ বা'' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

''১৯। **অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও উহার গঠন**।—(১) এই আইনের অধীনে আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং, প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করিতে পারিবে ।

(২) জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতিরিক্ত জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে।

(৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপীল ট্রাইব্যুনাল ধারা ১৮ এর অধীন দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোন আপীল আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপীল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।"।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর ", আপীল ট্রাইব্যুনাল" কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ০৬ ভাদ্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ২১ আগস্ট, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd